The Fortnightly Ahmadi.
May, 1952.

Reg. No, D, A.—142

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্য্যায়
৫ম বর্ষ, ৭ম ও ৮ম সংখ্যা

পূর্ব্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মুখপত্র।

মে, ১৯৫২ ইং; বৈশাখ—জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৯, হিজরত, ১৩৩১ হিঃ সাঃ

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلي على رسوله الكريم و على عبده المسيح

الموعود خدا کے فضل و رحم کے ساتھ ھو الناصر

সম্পাদকীয়

এলো খুশীর রমজান

ইসলাম যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত রোজা ইহাদের অন্যতম। খোদাতা'লার প্রিয় বান্দাগণ এই পবিত্র মাসের অপেক্ষায় দিন গনিতে থাকেন। কোরআন শরীফ এই মাসেই নাজেল হইয়াছিল। এই মাসেই শবেকদরের মহামহিমান্বিত রাত্রি। তাছাড়া ও কোরআন শরীফ ও হাদিছে রমজানের বহু ফজিলত বর্ণিত হইয়াছে। অন্যান্য নেকীর বদলে আল্লাহতা'লা কোন জিনিষের আকারে পুরস্কার দিয়া থাকেন কিন্তু প্রকৃত রোজাদারের রোজা প্রতিপালনের পুরস্কার স্বয়ং আল্লাহতা'লা।

যে হুকুম পালনে আল্লাহতা'লা যত বেশী ফজিলত রাখিয়াছেন তা সুষ্ঠ ভাবে প্রতিপালন করার দায়িত্বও তত বেশী। অপর দিকে তা পালনে গাফলাতি দেখাইলে গোনাহর পরিমাণও সে হিসাবেই হয়ে থাকে।

বর্তমান জমানার মুসলমানগণ রমজানের প্রকৃত রূপ ও উদ্দেশ্য হইতে বহুদূরে সরিয়া গিয়াছে। হযরত মসিহ মাউদ (আঃ) আহ্‌মদী জমাতকে পুণঃ রমজানের পূর্ণ তত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন। কাজেই আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য দুনিয়ার সামনে রমজানের আদর্শ তুলিয়া ধরা নতুবা হযরত মসিহ মাউদ (আঃ)কে গ্রহণ করার কোন অর্থই থাকে না।

রমজানের বিধি নিষেধ সম্বন্ধে অনেকেরই সম্যক ধারণা নাই। মোটামোটী প্রত্যেক বালেগ ও সক্ষম স্ত্রীপুরুষের জন্য রোজা রাখা ফরজ। এই ফরজ প্রতিপালনে আহ্‌মদীগণ অন্যান্য মুসলমানদের নিকট আদর্শ-স্থানীয় হইবেন। শরীয়তের বিধানে আল্লাহতা'লা যাহাকে রমজান মাসে রোজা রাখা হইতে মাপ দিয়াছেন তাহাকে (আর্থিক সঙ্গতি থাকিলে) ফিদিয়া দিবার আদেশ দিয়াছেন। যথা (ক) যারা সফরের হালাতে আছেন (খ) যারা সাময়িক অসুস্থ আছেন (গ) গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী স্ত্রীলোকগণ ইত্যাদি। তাহা ছাড়া যাহারা বার্দ্ধক্যের দরুন রোজা রাখিতে অক্ষম। অপ্রাপ্ত বয়স্কদের রোজা রাখিলে যদি শরীরের ক্ষতি হওয়ার আশংকা থাকে তবে তাহাদের রোজা রাখিতে হইবে না এবং তজ্জন্য কোন ফিদিয়াও দিতে হইবে না। (ক) খ) ও (গ)কে সুযোগমতে ঐ রোজা যথাসম্ভব পর বৎসর রমজান আসিবার পূর্ব্বেই আদায় করিতে হইবে। বর্ত্তমান অর্থিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পূর্বপাকিস্তানের জন্য একমাসের ফিদিয়া বাবৎ ২৫৲ পঁশিচ টাকা ধার্য্য হইয়াছে। এই টাকা প্রদেশিক অফিসে পাঠাইতে হইবে।

রমজান মাসে যথা সম্ভব তাহাজ্জত পড়ার অভ্যাস করা উচিত। নফল নামায, দোয়া দরুদ ও আস্তাগফারের দিকে বিশেষ মনোযোগী হইতে হইবে। যাহারা রোজা রাখিতে অক্ষম তাহারাও এই সকল সওয়াবের কাজ করিতে পারেন। যথাসম্ভব জামাতের সাথে তারাবি নামাযেরও বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন। রোজার ঈদের পূর্ব্বে পরিবারের প্রত্যেক মেম্বারের জন্য নির্দ্দিষ্ট হারে ফিৎরা আদায় করিবেন।

রমজান মাসের শেষ দশদিন বিশেষ গুরুত্ব পূর্ণ। এই সময়ে যাহারা পারেন পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় ইতেকাফে বসিবেন। এই সময়ের মধ্যেই শবেকদর হইয়া থাকে। রমজান মাস পাক পবিত্রমাস—ইহাতে আমাদের জীবনের কিছু যায় আসেনা যদি না আমরা এই পবিত্র মাসে নিজেরাও পবিত্র জীবন যাপন করিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ না হই। রমজানকে উপলক্ষ্য করিয়া মোমেন তাহার বদ অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারেন। আল্লাহতা'লার নামে মোমেন যখন নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য হালাল খাওয়া [যাহা দ্বারা জীবন বাঁচিয়া থাকে] ও অনেক বৈধ কাজ হইতে [যেমন দিনের বেলায় স্ত্রী সঙ্গম হইতে—যাহার ফলে

সন্তান জন্ম নিয়া থাকে। খাওয়া ও সঙ্গম হইতে নির্দিষ্ট সময় বিরত থাকিয়া মোমেন তাহার কাজ দ্বারা সাক্ষ্য দেয় যে সে খোদাতালার হুকুমে যে কোন ত্যাগের জন্য প্রস্তুত।] দূরে থাকে। তখন মনোবল দৃঢ় করিলে তাহার পক্ষে যে কোন কুঅভ্যাস ত্যাগ করা অতি সহজ। বস্তুতঃ রমজানের শিক্ষার সারও ইহাই। মোমেন যখন আল্লাহতা'লার আদেশে হালাল পরিত্যাগ করে তখন তাহার জন্য হারাম পরিত্যাগ করা কত বেশী প্রয়োজনীয়ও সহজ। রোজা রাখিয়া হারামকে হালাল করিয়া রাখিলে ঐ রোজা দ্বারা আল্লাহতা'লার আদেশকে ব্যঙ্গ করা হয়।

রমজান মাসে আহমদীগণ সর্বদা সৎকাজ ও সদালাপে দিন কাটাইবেন এবং অন্যদেরও তজ্জন্য উপদেশ দিবেন। আমাদের বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে আখলাকী দুরস্তী আমাদের ইহলৌকিক, পরলৌকিক এবং তবলিগের জন্য অত্যন্ত জরুরী। আমাদের ছেলে মেয়েদিগকেও রমজানের গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করাইতে চেষ্টা করিতে হইবে।

রমজান মাসে সারা কোরআন শরীফের বাতরজমা দরসের বন্দোবস্ত করা একান্ত প্রয়োজন। জমাত হইতে নিম্নলিখিত স্থান সমূহে দরসের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

(ক) ঢাকা দারুত তবলিগ (৪নং বক্সীবাজার রোড)—মৌলানা জিল্লুর রহমান।

(খ) চট্টগ্রাম আহমদীয়া দারুত তবলিগ—মৌলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ।

(গ) মাহিগঞ্জ (রংপুর)—মৌলানা মুহিবুল্লাহ।

(ঘ) তারুয়া (ত্রিপুরা)—মৌলানা মোমতাজ আহমদ।

জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলই এই দরসে যোগদান করিতে পারেন। ইহাছাড়া প্রাদেশিক মোবাল্লিগগণ স্থানীয়ভাবে দরস জারি রাখিবেন।

এই পবিত্র মাসে আহমদীয়াতের তরক্কির জন্য, হযরত আমীরুল মোমেনীনের স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুর জন্য, কাদিয়ান সম্বন্ধে আল্লাহতা'লার ভবিষ্যৎবাণী শীঘ্র পূর্ণ হইবার জন্য, পূর্ব পাকিস্তানে আহমদীয়তের বিস্তার ও সাফল্যের জন্য বিশেষভাবে খোদাতা'লার দরগাহে কান্নাকাটি করিবেন।

এই কৃচ্ছ সাধনার ভিতর দিয়া মোমেন যখন আল্লাহতা'লার দিদার লাভ করেন—তখনই তিনি প্রকৃত ঈদের মালিক হন। রমজান মাস আমাদের খোদা প্রাপ্তির 'বেরোমিটার' স্বরূপ। রমজানের সাধনা আমাদিগকে আধ্যাত্মিক উন্নতির সেই স্তরে পৌছাইয়া দেয় সেখান হইতেই যেন পরবর্ত্তী জীবন নতুনভাবে আরম্ভ হয়।

বিভিন্ন দেশের মোসলেম জনসংখ্যা

[১৯৫১ সালে প্রকাশিত, দি এটলাস অব ইস্‌লামিক হিষ্টরী (The Atlas of Islamic History) হইতে জানা যায় পৃথিবীতে মোট মোসলেম জনসংখ্যা হল—৩৬৫,০০০,০০০]

যে সকল দেশের জনসংখ্যার শতকরা ৫০ বা ইহার অধিক মুসলমান। (Reference—Atlas of Islamic History and the world Almanac, 1952. Round figures are given.)

	দেশের নাম	মোট লোকসংখ্যা	মুসলমানের সংখ্যা
১।	ইন্দোনেশিয়া	৭৮,০০০,০০০	৭০,২০০,০০০
২।	পাকিস্তান	৭৫,৭০০,০০০	৬৮,১০০,০০০
৩।	তুরস্ক	১৯,৫০০,০০০	১৯,১০০,০০০
৪।	মিশর	১৯,৫০০,০০০	১৮,০০০,০০০
৫।	ইরাণ	১৭,০০০,০০০	১৬,৬০০,০০০
৬।	আফগানিস্তান	১২,০০০,০০০	১১,৯০০,০০০
৭।	মরক্কো (ফরাসী)	৮,৩০০,০০০	৭,৪০০,০০০
৮।	আলজেরিয়া	৮,৭০০,০০০	৭,৭০০,০০০
৯।	সৌদি আরব	৭,৫০০,০০০	৭,৪০০,০০০
১০।	ইমেন	৭,০০০,০০০	৬,৯০০,০০০
১১।	সুদান (Anglo-Eg)	৭,৯০০,০০০	৬,৩০০,০০০
১২।	ইরাক	৪,৯০০,০০০	৪,৬০০,০০০
১৩।	তিউনিসিয়া	৩,২০০,০০০	২,৯০০,০০০
১৪।	সিরিয়া	৩,৪০০,০০০	২,৭০০,০০০
১৫।	মালয়া	৪,৯০০,০০০	২,৫০০,০০০
১৬।	জর্ডন	১,৪০০,০০০	১,৩০০,০০০
১৭।	মরক্কো (Spanish)	১,৩০০,০০০	১,২০০,০০০
১৮।	লিবিয়া	১,২০০,০০০	১,১০০,০০০
১৯।	সোমালিয়া	৯৪০,০০০	৯৩০,০০০
২০।	আলবেনিয়া	১,২০০,০০০	৪১০,০০০
২১।	ব্রিটিশ সোমালিল্যাণ্ড	৭৬০,০০০	৭৫০,০০০
২২।	এডেন (Protectorate)	৬৫০,০০০	৬৪০,০০০
২৩।	মসকত ও ওমান (Muscat and Oman)	৫৫০,০০০	৫৫০,০০০
২৪।	ক্যামেরোন্‌স্ (Cameroons British)	১,০০০,০০০	৫০০,০০০
২৫।	সারাওয়াক (Sarawak)	৫৫০,০০০	৪১০,০০০
২৬।	জাঞ্জিবার	২৭০,০০০	২৬০,০০০
২৭।	নর্থ বোর্ণিও (North Borneo)	৩০০,০০০	২৫০,০০০
২৮।	গ্যামবিয়া (Gambia)	২৫০,০০০	২১০,০০০

বিরাট মোসলেম সংখ্যা লঘু দেশ সমূহ

	দেশের নাম,	মোট লোকসংখ্যা	মোসলেম জনসংখ্যা
১।	ভারতবর্ষ	৩৬১,৮০০,০০০	৩৪,০০০,০০০
২।	চীন	৪৬৩,৫০০,০০০	২৩,১০০,০০০
৩।	রাশিয়া	১৯৩,০০০,০০০	২০,৪০০,০০০
৪।	নাইজেরিয়া	২৪,০০০,০০০	৮,০০০,০০০
৫।	ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকা	১৬,০০০,০০০	৫,৪০০,০০০
৬।	ইথোপিয়া	১৫,০০০,০০০	৪,৫০০,০০০
৭।	যুগোশ্লাভিয়া	১৫,৮০০,০০০	১,৭০০,০০০
৮।	টেঙ্গানিকা	৭,৪০০,০০০	১,৪০০,০০০
৯।	(French Eq.) আফ্রিকা	৪,৩০০,০০০	১,৩০০,০০০
১০।	মাদাগাস্কার	৪,৪০০,০০০	৮৪০,০০০
১১।	বুলগেরিয়া	৭,০০০,০০০	৮১০,০০০
১২।	বর্মা	১৭,০০০,০০০	৬৮০,০০০
১৩।	ফিলিপাইনস্	১৯,২০০,০০০	৬৮০,০০০
১৪।	শ্যাম	১৮,০০০,০০০	৬৩০,০০০
১৫।	সিংহল	৭,৪০০,০০০	৫৫০,০০০
১৬।	লেবানন	১,২০০,০০০	৪৮০,০০০
১৭।	ইরিত্রিয়া	১,১০০,০০০	৪৫০,০০০
১৮।	সিঙ্গাপুর	৯৪০,০০০	৪২০,০০০
১৯।	লাইবেরিয়া	১,৬০০,০০০	৩২০,০০০
২০।	ফরাসী ইন্দোচীন	২৭,০০০,০০০	২৫০,০০০
২১।	সাইরালিউন (Sierra leon)	২,০০০,০০০	২২০,০০০
২২।	কেনিয়া	৫,৪০০,০০০	২০০,০০০
২৩।	পুর্তুগীজ ভারত	৬৭০,০০০	২০০,০০০
২৪।	নিয়াসা ল্যাণ্ড (Nyasaland)	২,১০০,০০০	১৯০,০০০
২৫।	হউগাণ্ডা (Uganda)	৪,৯০০,০০০	১৫০,০০০

প্রধান প্রধান ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা

	ধর্মের নাম	মোট জনসংখ্যা
১।	খৃষ্টান	৬২০,০০০,০০০
২।	ইস্লাম	৩৬৫,০০০,০০০
৩।	কন্‌ফিউসিয়ান	৩০০,৩০০,০০০
৪।	হিন্দু	২৫৫,৮০০,০০০
৫।	বৌদ্ধ	১৫০,৩০০,০০০
৬।	টেয়ইষ্ট (Taoist)	৫০,০০০,০০০
৭।	সিণ্টু (Shinto)	২৫,০০০,০০০
৮।	ইহুদী	১১,০০০,০০০
৯।	যুরস্তা (Zoroastrian)	১২৫,০০০

[Panorama. 27/3/52]

Vol. 1V, No. 12

মুসলমানের সংখ্যা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিলেও বলিতে গেলে খৃষ্টানদের অর্দ্ধেক মাত্র। ইহা ছাড়া দুনিয়ার মোট লোক সংখ্যা ২৩৮ শত কোটি। মুসলমানদের সংখ্যা সে তুলনায় ⅙ অংশের কাছাকাছি। অপর দিকে মুসলমানদের মধ্যে শতকরা ৫জন ও প্রকৃত মুসলমান হইবে কিনা—যথেষ্ট সন্দেহ।

অন্যকোন ধর্মই বিশ্বজনীন ধর্ম বলিয়া নিজেদের কিতাব হইতে প্রমাণ করিতে পারিবেন না। কিন্তু ইস্লাম বিশ্বজনীন ধর্ম্ম, কোরআন শরীফে ইহার ভুরি ভুরি প্রমাণ রহিয়াছে। এমত অবস্থায় মুসলমানদের বর্তমান কর্তব্য কি তাহা চিন্তা করিলে অতি সাধারণ জ্ঞানের লোকের বুঝতে কষ্ট হইবে না যে দোয়া, তবলিগ ও তালিম তরবিয়ত ব্যতিত ইসলামের বিজয় সম্ভব নহে। এই সকল শুধু ব্যক্তিগত ভাবে করিলে কিছুই হইবে না, তজ্জন্য একটা মজবুত জামাতের একান্ত প্রয়োজন। সর্বদিক দিয়া বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে যে একমাত্র আহ্‌মদীয়া জমাতই এই অভাব পূরণ করিতেছে। লোকসংখ্যার কথা বিবেচনা করিয়া আহ্‌মদীগণ তবলিগ ও তালিম তরবিয়তের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া নিজেদের কর্ম্মে তৎপর হউন।

বিঃ দ্রঃ—[করাচীর বার্ষিক অধিবেশনের সময় যে গোলমাল হইয়াছিল সেই সম্বন্ধে ইন্‌শাল্লাহ আমরা আগামী সংখ্যায় বিশদভাবে আলোচনা করিব। (সম্পাদক)]

চিন্তাধারা

[ইউরোপীয় নওমুস্‌লিম ভ্রাতা মিঃ দাউদ সাহেবের পূর্ব পাকিস্তান সফরের বিচিত্র অভিজ্ঞতা। পূর্ব প্রকাশিতের পর।]

আমাদের নওমুস্‌লিম ভ্রাতা মোহাম্মদ দাউদ সাহেব পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামাঞ্চল সফরের দ্বিতীয় ফিরিস্তি পাঠিয়েছেন। ইহাতে তিনি কলেমা পড়া ও বিভিন্ন ধরণের ভিক্ষাবৃত্তি নিয়ে আলোচনা করেছেন।

ইসলাম যে পাঁচটি স্তম্ভের উপরে প্রতিষ্ঠিত তন্মধ্যে কলেমা হল প্রথম ও প্রধান। কলেমা আমল করার জন্য কোন সর্ত আরোপিত হয়নি। অর্থাৎ মুসলমান হতে হলেই সর্বপ্রথম কলেমাকে গ্রহণ করতে হয়। কলেমা প্রত্যেক মুসলমানকে পড়তে হয়, বুঝতে হয় এবং হৃদয়ঙ্গম করে আমল করতে হয়। ইহা ইসলামের বীজ মন্ত্র। স্ত্রী পুরুষ, যুবক যুবতী, কেহই কলেমাতে বিশ্বাস হারিয়ে মুসলমান থাকতে পারে না। কোন বিধর্মী বা নাস্তিক যদি তার পূর্ব মত ছেড়ে ইস্‌লামে দীক্ষা নিতে চায় তবে তাকে কলেমা কবুল করেই দীক্ষা নিতে হয়।

নামায, রোজা, হজ, জাকাত প্রত্যেকটির জন্য অনেক সময়েই সর্ত থাকে। যেমন হায়েজের সময়ে স্ত্রীলোকেরা নামায মাফ পায়, অসুস্থতা বা অতি বার্দ্ধক্যের দরুন কেহ রোজা হতেও রেহাই পেতে পারে, কতকগুলি সর্ত পূর্ণ না হলে হজ এবং জাকাতও আদায় করতে হয় না; কিন্তু কলেমার বেলায় অনুরূপ কোনই সর্ত নেই। কলেমা বিশ্বজনীন এবং দুনিয়ার মুসলমানকে একসূত্রে গাঁথার রজ্জু স্বরূপ। বস্তুতঃ অল্প কয়টি কথায়, সহজ ভাষায় কলেমার মধ্যে ইস্‌লামের যে পরিপূর্ণ রূপ ফুটে উঠেছে দুনিয়ার আর কোন মতবাদের ভিতরেই তা খুঁজে পাওয়া যাবেনা বলে আমাদের দৃঢ় ধারণা। কিন্তু দাউদ সাহেবকে ইহা বড়ই ব্যাথা দিয়েছে যে এখানকার শতকরা ৫০জনের বেশী লোকই কলেমা পড়ে না বা জানেও না। তাঁর মনে একটা প্রশ্ন জেগেছে যদি ইস্‌লামের বীজ মন্ত্র না জেনেও মুসলমান হওয়া যায় তবে নাস্তিক, বা পৌত্তলিকদেরও মুসলমান বলতে বাধা কি?

তাঁর দৃঢ় ধারণা ক্ষুদ্র বীজ যেমন মাটির সংস্পর্শে এসে প্রয়োজনীয় জল বায়ুর প্রভাবে বিরাট মহীরূহ রূপে বিকশিত হয় তদরূপ মোমেনের ইমানও ক্ষুদ্র কলেমার সংস্পর্শে এসে নামায, রোজা, ইত্যাদির প্রভাবে বিরাট আধ্যাত্মিক জগতের সন্ধান পায়। এই জন্যই তিনি ইহাকে বীজ মন্ত্র বলে উল্লেখ করছেন।

তিনি আশ্চর্য্য হলেন যে অনেক আলেম ওলামাগণ ওয়াজ করে বেড়ান যে একবার কলেমা পড়লে কারো জন্য দোজখ হারাম হয়ে যায়। দোজখকে এত সহজে হারাম করে দেওয়া সত্বেও মুসলমানদের অধিকাংশ দোজখের দিকেই এগিয়ে চলছে। তারা এতই অধঃপতিত যে একবার মাত্র কলেমা পড়ে নিজেদের জন্য বেহেশ্‌তের দরজা খোলা রাখতে প্রস্তুত নয়। ইহাতে আরো প্রমাণিত হয় যে আলেম ওলামাদের আওয়াজ এতই দুর্বল ও ক্ষীণ হয়ে পড়েছে তাদের এত সহজ ওয়াজেও সাড়া পাচ্ছে না।

বস্তুতঃ একবার যে ব্যক্তি কলেমার গুরুত্ব ও প্রকৃত স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে—তার জীবনে এক পবিত্র পরিবর্তন দেখা দিবে। তার প্রত্যেক পদক্ষেপে আল্লাহ তা'লা সকলের চেয়ে বড় তা প্রতীয়মান হবে এবং রছুল করীম ছাঃ এর আদর্শ ফুটে উঠবে। তখন আপনা আপনিই দোজখ হারাম হয়ে যাবে। শুধু কলেমার শব্দ উচ্চারণে এরূপ আধ্যাত্মিকতা সৃষ্টি হতে পারে না। কলেমার প্রকৃত রূপ হৃদয়ঙ্গমেই তা সম্ভব।

বর্ত্তমান জামানার তথা কথিত আলেম ওলামাদের জীবন কলেমার আদর্শ হতে বহু দূরে আছে বলেই তাদের ডাকে কোন ফল হচ্ছে না।

ইদানিং তিনি লক্ষ্য করেছেন যে তবলিগি জমাতের' মেম্বারগণ মুসলমানদিগকে কলেমা শিক্ষা দেওয়ার জন্য বেশ চেষ্টা করছে। তাদের প্রচেষ্টা প্রশংসার যোগ্য; কিন্তু তাঁরা কলেমার শব্দ উচ্চারণে যত জোর দিচ্ছেন—ইহার মর্ম্ম উপলব্ধিতে তত তৎপর হন নি। দ্বিতীয়তঃ মুসলমানদিগকে কলেমা, নামায ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া এবং ঐগুলি আমল করার জন্য তাদিগকে তাগিদ দেওয়া প্রকৃত পক্ষে তালিম তরবিয়তের কাজ, ইহা তবলিগের কাজ নয়। তবলিগের আসল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হবে বিধর্মীদের মধ্যে ইস্‌লাম প্রচার। তিনি তবলিগী জমাতের লোকদের সাথে মিশে দেখেছেন তালিম তরবিয়ত ও তবলিগের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে সে সম্বন্ধে তাদের অনেকেরই স্পষ্ট ধারণা নেই। যা হক তিনি আশা করেন যে তবলিগী জামাত যথা শীঘ্র তবলিগের দিকেও মনোযোগী হবে। তিনি এই জামাতের প্রতি অনুরোধ জানাচ্ছেন তারা যেন ইসলামের বৈজ্ঞানিক ও আধুনিক ব্যাখ্যা প্রচার করেন; মধ্যযুগী গল্প গুজব দ্বারা যেন প্রকৃত ইস্‌লামকে ঢেকে না ফেলেন।

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

দাউদ সাহেব গ্রামের রাস্তাঘাটে, হাটে, বন্দরে অসংখ্য ভিক্ষুক দেখেছেন। ভিক্ষাবৃত্তি ও ভিক্ষুকদের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে তিনি যে সকল তথ্যাদি জানতে পেরেছেন তাতে তিনি মুসলমানদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবনতির এক নূতন জগৎ আবিষ্কার করেছেন।

ইস্‌লামে ভিক্ষাবৃত্তির কোন স্থান নেই। হযরত নবী করীম ছাঃ ভিক্ষাবৃত্তির আশ্রয়ে জীবিকা অর্জনকে অত্যন্ত ঘৃণা করতেন। যারা সুস্থ সবল দেহ নিয়ে ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা অর্জন করতে যায় তারা খোদার দেওয়া শক্তিনিচয়কে অস্বীকার করে। ভিক্ষাবৃত্তি মনুষ্যত্বের মূলে আঘাত হানে। তবে যারা শক্তিহীন নিরাশ্রয় তাদের জন্য বায়তুলমাল সাহায্য করবে। কিন্তু একদিকে যেমন মুসলমানদের বায়তুলমাল নাই অপরদিকে হযরত নবী করীম ছাঃ এর উম্মতের

দাবীদারদের একটা বিরাট অংশই আত্মসম্মানের গলায় ছুরি দিয়ে, মনুষ্যত্বকে বিদায় দিয়ে ঘৃণ্য ভিক্ষাবৃত্তিকেই জীবিকার পথ হিসাবে বেছে নিয়েছে। বর্তমান অবস্থায় হয়ত অনেকেই এপথ হতে সরে আসার শক্তি হারায়ে ফেলেছে।

তিনি আরো অবাক হলেন যে একই দেশে থাকা সত্বেও হিন্দুদের মধ্যে ভিক্ষুক অনেক কম। এমন কি তাদের মধ্যে যারা ছোট জাত বলে পরিচিত তাদের মধ্যেও ভিক্ষুকের সংখ্যা নিতান্ত নগন্য। এই ভিক্ষাবৃত্তির গোড়াতে রাজনৈতিক, কারণাদি থাকলেও মূল কারণ হয়েছে মুসলমানগণ ইস্‌লামি অর্থনীতির ভিত্তিভূমি বয়তুলমালকে ভেঙ্গে দিয়েছে, তারা জাকাত দেওয়া, দান খয়রাত ও ছদকাতেও শীথিল হয়ে পড়েছে।

ভিক্ষাবৃত্তি সমাজ দেহে ক্যানসার রোগের ন্যায় হয়ে দাঁড়িয়েছে, এই পুঁজীহীন ব্যবসায় লাভ বই লোকসান নেই।

পাকিস্তান সরকার যদি ইস্‌লামি কায়দায় বায়তুলমাল গড়ে তুলে এবং ভিক্ষাবৃত্তি সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্যাদি সংগ্রহ করে কাজে হাত দেন এবং জনসাধারণের পূর্ণ সহযোগিতা পান তবে এই রোগ দূর করা সহজ হয়ে আসবে।

তিনি সাধারণ ভিক্ষুক ছাড়াও ভিক্ষাবৃত্তির কতকগুলি বিশেষ আর্ট দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়েছেন। তিনি কয়েকটি বিশেষ ভিক্ষাবৃত্তির নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন :—

(১) আজকাল অনেক চালাক লোক (যাদের মধ্যে অনেক আলেম ওলামাও আছেন,) মস্‌জিদ, মাদ্রাসা, এতিমখানা, পড়ার খরচ, হজে যাওয়া ইত্যাদি ছদকা জাড়িয়ার নাম করে হাটে বন্দরে রেল ষ্টীমার ইত্যাদিতে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান। অনেক সময়ে বিনা রশিদে এবং কোন কোন সময়ে ভূয়া রশিদ দিয়ে টাকা আদায় করে থাকে। এই ভাবে আদায়কৃত টাকার কিছু অংশ অবশ্য ঐ সকল কাজেই খরচ হয় কিন্তু সিংহ ভাগটাই নিজেদের উদর পূরণে ব্যায় হয়ে থাকে। মজার ব্যাপার হল বৎসরের পর বৎসর কোন মসজিদের জন্য চাঁদা আদায় হয়ে থাকে কিন্তু মসজিদের "চুণ-কাম-ছাদ বারান্দা" এই তিন কাম আর শেষ হয় না।

যদি এ সকল অভিজাত ভিক্ষুকদের প্রশ্ন করা হয় যে পাক্কা মসজিদ করে নামায পড়তে হবে তা পেলেন কোথায়? মুসলমানগণত ঘর তুলে এমন কি জমিনেও নামায পড়তে পারে, তখন তারা কোন উত্তর না দিয়ে প্রশ্ন কারীর ধর্মের প্রতি কোন টান নেই বলে তাকে বদদোয়া দিয়ে ধীরে ধীরে সরে পড়েন।

(২) অনেকে আতুর খোড়াকে সংগে নিয়ে ঘটা করে ভিক্ষা করতে বের হয়। আতুর খোঁড়াদের ভরণ পোষণের সামাজিক ব্যবস্থা থাকা একান্ত প্রয়োজন। ভিক্ষা দিয়ে আতুর খোড়াদের সাথে সাথে ভাল লোককেও আতুর করে ফেলা হয়। এ সকল আতুর খোড়াকে নিয়ে ব্যবসা করা হয়ে থাকে। এমন কি ব্যবসার জন্য নাকি অনাথ শিশুদের নিয়ে হাতে ধরে আতুর বা খোঁড়া করে নেয়। এর চেয়ে জঘন্য মনোবৃত্তি কি হতে পারে তা ভেবে তিনি হতবাক হয়ে রইলেন! ভিক্ষাবৃত্তি তুলে দিলে তজ্জন্য কাকেও আতুর খোঁড়া করার কোন প্রয়োজন থাকবে না।

(৩) কারো পূর্ব্ব পুরুষ কোন কালে বড় লোক ছিলেন। তাঁর বংশধরগণ নিজেদের চরিত্র দোষে গরীব হয়ে পড়েছে। কিন্তু অহংকার এখনও তাদের পুরা মাত্রাতেই আছে। তারা কি করে খেটে খেতে পারে! তারা মেহনত করে অর্থাৎ ছোট লোকদের (?) ন্যায় দিন কাটাতে পারেন না। তাই তারা ভিক্ষা নয়—অন্যের নিকট হতে কিছু কিছু নিয়ে জীবিকা অর্জন করেন। তাদের আত্মসম্মানের মান দেখে তাঁর হাসি পেলো। বড় লোকের বংশধর বলে কাজ করতে যাঁর মান যায়—ভিক্ষা করে নিজকে সম্মানিত মনে করেন!

(৪) হজে যাওয়ার উপলক্ষ্য করেও অনেকে ভিক্ষা করে থাকে। হজ ও হাজীদের নিয়ে তিনি আলাদা আলোচনা করবেন।

অন্যেরা কলেমা জানুক বা না জানুক সবদলের ভিক্ষুকেরা কলেমা জানে। তারা জোর গলায় কলেমা ভাজিয়ে নিজেদের ব্যবসা চালিয়ে থাকে। যে কলেমা মোমেনের আধ্যাত্মিক জীবনের মূল মন্ত্র সে কলেমাই হলো ভিক্ষা আদায়ের অমোঘ অস্ত্র!

(৫) ইহা ছাড়া তিনি শিক্ষিত লোকদের সাথে মিশে এক নতুন ধরণের ভিক্ষাবৃত্তি আবিস্কার করেছেন। ভোট যুদ্ধে নেমে অযোগ্য প্রার্থিরা সব সময়ে নিজেদের ছলবল কৌশলের উপর নির্ভর করেও নিশ্চিন্ত হতে না পেরে ভোটারদের নিকট কর জোড়ে আবেদন জানান "এবার কার মত আপনাদের ভোট ভিক্ষা চাই।"

(৬) তা ছাড়া দেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা নিজেদের অকর্মণ্য আত্মীয় স্বজনের জন্য যে ভাবে চাকরী ও ব্যবসায়ের লাইসেন্স আদায় করে থাকেন তাকেও তিনি ভিক্ষাবৃত্তির পর্য্যায়ে ফেলতে চান। কারণ ভিক্ষার ঝুলি হাতে নিতে যেমন কোনগুণের প্রয়োজন হয়না বরং শারীরিক বা মানসিক দোষত্রুটি থাকলেই সহজে ভিক্ষা আদায় করা যায় তদ্রূপ উচ্চ হতে উচ্চতর প্রতিনিধিরাও স্বজন প্রীতির মোহে আত্মীয় স্বজনের গুনের প্রতি কোন লক্ষ্য করেন না। দৈবাৎ যে তাদের আত্মীয় হয়েছে ইহাই সবচেয়ে বড় গুণ। ইস্‌লাম তাদের দিয়েছিল ব্যক্তিত্বের গৌরব—আর বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা শিখাচ্ছে কর্তৃত্বের অপব্যবহার।

• • • • • • • • •

• • • • • • • • •

"আলো"

—এস, এল, আহমদী—

বিপ্লবের বাণী বহন করিয়া
এনেছিল যারা নূতন তান,
সপন কাঠির পরশে যাদের
গাইল ধরা 'তওহিদ' গান।
মিলনের বাণীর আদর্শ এরা
মানব কুলের শ্রেষ্ঠ প্রতিক—
লভিয়া আলো 'সত্য সনাতন'
পথ পেলো ভোলা পথিক।
লাঞ্ছিত আজি পড়ে আছে—
'সেরাতাল মুস্তাকিম' ছেড়ে তারা—
'হকিকত' হয়েছে মুখের বুলি—
করেনা কিছু 'নাহক' ছাড়া।
হেরিয়া আছে আকাশ পানে
কবে আসিবে 'ইসা মসি ;'
'রাহমানিয়াতে' আজব গুণে
করুনা লভিবে বসি বসি।
'রাতকানা'—ওরা দেখেও দেখেনা—
ইহুদীরা ও এমনি ধারা,
হতাস আজও 'ইলিয়াস' লাগি
উর্দ্ধে চেয়ে পথ হারা।
'মাহদী' আসিবেন 'ইসা' (আঃ)র পরে
এই আকিদা নিয়ে মুসলিম,
'নেয়ামত' আজ ছেড়ে বসেছে
দিয়েছেন যা 'রাহমান রাহিম'
রদ করিয়া 'কোরানের' বাণী—
কদর্য্য করিছে অর্থে উহার,
'রাফা'র মানি উল্টে বুঝে—
আকাশে রেখেছে বসিয়ে 'ইসায়'।
'হিকমত' দেখাতে গিয়ে খোদার
নিজের হুজ্জত করিছে জাহির ;
মরা 'ইসায়' জীবিত প্রচারি—
তাওহিন করিছে 'বিশ্বনবীর'।

পরিহাস

—জোহ্‌রা বেগম—

বিশ্ব-চোখে তাক লাগিয়ে
প্রচারিলেন যে জন ভাই,
"সত্যের শেষ ইসলাম ধারায়—
শরিয়ত আর নাইক নাই"।
চিনিল না বিশ্ব তাঁরে
ফিরাল আঁখি ঘৃণা ভরে— ;
আল্লাহ্‌' কিন্তু 'হাফেজ তাঁহার
নিল তাঁকে বুকে ধরে।
পাহাড় সম বাধা তাই
টলাতে তাঁরে পারিল না—
দিকে দিকের ঝঞ্ঝাঘাতে
উদ্যম তাঁর কমিল না।
আঁধার-বিশ্বে—"পূণ্য-সওগাত"
"ওফাতে ঈসা" করিলেন দান,
না জানিয়া যা বেইমান আজ
হতে চলেছে মুসলমান।
'খাতামুন নবিঈনের'
খাঁটী অর্থ করিলেন প্রচার,
'নবীর মোহর প্রিয় মোহাম্মদ' (দঃ)
শুন শুন সমাচার।
শেরেক বেদাতের সহচর
পীর 'কবর' পূজারীর দল—
'কাফেরের' ফতোয়া তাঁকেই দিল
নিয়তির ভাই এমনি ছল।

চয়ন

['আহ্‌মদীয়াতের পয়গাম,'—হইতে]

(দুনিয়া কি ভাবে ইস্‌লাম গ্রহণ করিবে)

ঐহিক মঙ্গল হইতে পারলৌকিক মঙ্গলকে যাহারা বড় মনে করেন, ধর্ম্ম সাধনার সার্থকতা যাহারা স্বীকার করেন, এই উপায় অবলম্বন করিতে তাহাদের কোনরূপ আপত্তি বা সন্দেহ হইতে পারে না। জড় জগৎ দেখিবার জন্য আল্লাহ চক্ষু দিয়াছেন, জড় জগৎ দেখাইতে তিনি সূর্য্য ও চন্দ্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। ধর্ম্মের পথ বুঝিবার ও বুঝাইবার জন্যও নিশ্চয়ই তিনি ব্যবস্থা করিয়াছেন। এইরূপ ব্যবস্থা না করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। কোরআন করীমে তিনি বলিয়াছেন, "আল্লাজীনা জাহাদু ফীনা, লানাহ দিয়ান্নাহুম সুবুলানা—"আমাদের সহিত মিলিত হইবার জন্য যাহারা চেষ্টা করে' নিশ্চয় নিশ্চয়ই আমরা তাহাদিগকে আমাদের পথ দেখাইয়া দেই।" (অনকাবুত, রুণ) আল্লাহ চিরঞ্জীব। তিনিই এই বিশ্বের পরিচালনা করিতেছেন। তাঁহার সহিত সংযোগ বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করা প্রত্যেক ধর্ম্ম—পিপাসু ব্যক্তির কর্ত্তব্য। তাঁহার সহিত সংযোগের পথ যে ব্যক্তি জানেনা, তাঁহার কর্ত্তব্য সেই বিশ্বনিয়ন্তার নিকটেই পথের সন্ধান চাওয়া; সত্য বুঝিবার জন্য তাঁহারই নিকট সাহায্য প্রর্থনা করা। ইহাই হজরত মসীহে মওউদ আলায়হেচ্ছাল্লামের মৌলিক বাণী বা আহমদীয়াতের পয়গাম। তাঁহার প্রধান কাজ ছিল মানুষকে আল্লামুখী করা, আল্লার সহিত মিলন সম্বন্ধে যাহারা আশাহীন, তাহাদের মনে আশার সঞ্চার করা; মুসা ও ইসা আলায়হেচ্ছাল্লাম প্রভৃতি নবীগণের সময়ে আধ্যাত্মিতার যে আদর্শ দেখা গিয়াছিল, বর্ত্তমান যুগের লোকদিগকে তাঁহার সহিত পরিচয় করিয়া দেওয়া।

বন্ধুগণ, অতীত যুগ সমুহের পুস্তক পড়িয়া দেখুন; পূর্ব্ব পুরুষগণের ইতিহাস আলোচনা করুন। জড়বাদই কি তাঁহাদের আদর্শ ছিল? শুধু ভৌতিক চেষ্টা চরিত্রই কি তাঁহাদের সম্বল ছিল? আল্লার প্রেম আকর্ষণের জন্য তাঁহারা দিন রাত চেষ্টা করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে যাহারা সফলতা লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বহু মোজেজা ও বরকত দেখা গিয়াছে। তাঁহাদের জীবনের এই বৈশিষ্ট্যই তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধাভাজন করিয়াছিল। হিন্দু, খৃষ্টান প্রভৃতি অপর জাতি সমুহের তুলনায় মুসলমানদিগের যদি এখন কোনও বৈশিষ্ট্য না থাকে, তবে বর্ত্তমান কালে ইসলামেরই বা কি সার্থকতা থাকিতে পারে?

সত্য কথা এই যে ইসলামের বৈশিষ্ট্য মুসলমান ভুলিয়া গিয়াছে। একমাত্র ইসলামেই আল্লাহ্‌র বাণী প্রাপ্তির দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে। মুসলমান আল্লাহ্‌র সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ লাভ করিতে পারে। রসুলে করীম ছঃ আঃ আছাল্লামের অনুসরণের ফল বলিতে ইহাই বুঝিতে হইবে। বি, এ, এম, এ, পাশ করাকে 'তাঁহার' অনুসরণের ফল বলা যায় না, বিরাট কারখানা স্থাপন করাকেও তাঁহার অনুসরণের ফল বলা যায় না; পৃথিবী জোড়া ব্যবসায় স্থাপনকেও তাঁহার অনুসরণের ফল বলা যায় না। অমুসলমানদিগের পক্ষেও এই সমুদয় সম্ভব। রসুলে করীম ছাঃ আঃ অছাল্লামের পূর্ণ প্রভাব বলিতে এই কথাই বুঝিতে হইবে যে, তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া মানুষ আল্লাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে; অনুসরণ কারীর অন্তর্চক্ষু খুলিয়া যায়, তাহার আত্মা আল্লার সহিত সংযোগ লাভ করে; সে আল্লার বাণী শ্রবণ করে; তাহার মাঝে মোজেজা প্রকাশ পায়, মোহাম্মদুর রসুলুল্লাহ ছাঃ আঃ আছাল্লামের অনুসরণ ব্যতীত ইহা সম্ভব নহে। ইহাই ইসলামের বৈশিষ্ট্য। হজরত মসীহ মাওউদ আলায়হে ছালাম ইসলামের এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনি দাবী করিয়াছেন, এই গুপ্ততত্ত্বের সন্ধান আমি পাইয়াছি; এই হারান ধন আল্লাহ আমাকে দিয়াছেন; মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ ছাঃ আলায়হে অছাল্লামের অনুসরণের কারণে আল্লাহ আমাকে এই মর্যাদার অধীকারী করিয়াছেন। হজরত মসীহে মওউদ আলায়হেচ্ছালাম আরো বহু কাজ করিয়াছেন। তাঁহার প্রত্যেক কাজই গুরুত্ব পূর্ণ। কিন্তু ধর্ম্মকে অন্য সব কিছুর উপর রাখিয়া জড়বাদকে আধ্যাত্মবাদের অধীনে আনবার জন্য তিনি যে সাধনা করিয়াছেন তাহাই তাঁহার মৌলিক কাজ। তাঁহার অন্য কাজগুলি এই মৌলিক কাজেরই শাখা; তাঁহার এই কাজই ইসলামের বিজয় আনিবে। তোপ কামানের সাহায্যে দেশ রক্ষা হইতে পারে; শত্রুকে পরাস্ত করা যাইতে পারে; শত্রুর অন্তর ভয়ে জয় করা যায় না। ইস্‌লাম বিশ্ববিজয়ী হইবে, হজরত মসীহে মাওউদ আলায়হে-চ্ছালাম দেখান ইহা আত্মিক উপায়ে।

মুসলমান যখন সত্য মুসলমান হইবে, ধর্ম্মকে সকল কার্য্যের উপরে স্থান দিতে থাকিবে, ভৌতিক উপকরণ হইতে অধ্যাত্মিক উপায়কে বড় মনে করিতে অভ্যস্ত হইবে, ভোগ বিলাসের পাশ্চাত্য প্রবাহ আপনা হইতেই তখন লয় পাইবে; বিনা উপদেশে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়াই তখন তাহারা অকল্যানের পথ ছাড়িয়া বিচারশীল মানুষের মত জীবন যাপন করিবে! তাহাদের কথায় তখন প্রভাব দেখা যাইবে; তাহাদের প্রতিবেশীগণ তাহাদের আদর্শ অনুসরণ করিতে থাকিবে; মক্কার পৌত্তলিকদের ন্যায় হিন্দু খৃষ্টান প্রভৃত অন্য ধর্মের লোকেরা তখন বলিতে আরম্ভ করিবে—"লাওকানু মুসলেমীন—আমরা যদি মুসলমান হইতাম"। তাহাদের এই ক্ষেদ পরিণামে কাজে পরিণত হইবে; মক্কার পৌত্তলিকদের ন্যায় তাহারাও মুসলমান হইয়া যাইবে। বিবেক যে জিনিষকে ভাল বলে, মানুষ বেশীদিন তাহা হইতে দূরে থাকিতে পারে না। প্রথমে তাহা ভাল মনে হয়; তারপর লোভ হয়; তারপর আকর্ষণ বোধ করে; এবং ক্রমশঃ নিকটে আসিতে থাকে; পরিনামে তাহা গ্রহণ করে। ইসলাম সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। ইসলাম প্রথমে মুসলমানদের অন্তরে প্রবেশ করিবে; তারপর তাহাদের বাহ্য অবয়বগুলিতে প্রকাশ পাইবে; তারপর অমুসলমানগণ মুসলমানদিগের অনুসরণের জন্য প্রস্তুত হইবে এবং পরিশেষে সমস্ত পৃথিবী মুসলমানে ভরিয়া যাইবে।

করাচীর চিঠি

[সকল প্রবন্ধের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন। 'পাক্ষীক আহমদীর' নাম উল্লেখ করিয়া এই সম্বন্ধে উদ্ধৃত করিতে পারেন।]

জনাব ভাই সাহেব,

আচ্ছালামু আলায়কুম। আশা করি আমার পূর্ব পত্রখানা ঠিক সময়েই পেয়েছেন। একদিনে করাচী সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা, আরও বেড়ে গিয়েছে। এখানে খাওয়া দাওয়ার Standard এক এক হোটেলে এক এক রকম, বড় হোটেলে খেলে সাধারণতঃ একটু বেশী দাম পড়ে; কিন্তু সাধারণ হোটেলে খেলেও মাসে ৫০/৬০৲ টাকার কম খরচ কিছুতেই পড়িবে না। ঢাকায় Sunlight সাবান ।৵০ আনা কিন্তু এখানে কোন কোন দোকানে ।৶০ আবার কোন কোন দোকানে ॥০ আনা। অন্যান্য জিনিষ পত্রের ও এক দশা। তবে এখানে নাকি কাপড় চোপড়ের দাম একটু সস্তা, আমি কাপড় চোপড়ের দোকানে যাই নাই বলে কিরূপ সস্তা সেটা সঠিক বলিতে পারিলাম না। এখানে মাসে ১০০৲ টাকা পেলে অতি কষ্টে সাধারণ Standard বজায় রেখে চলা যেতে পারে।

আমি একটি সিটের সন্ধান পেয়েছি কিন্তু শুধু সিটটির জন্যই মাসে ২০৲ টাকা দিতে হবে বলে আমি এখনও যেতেছিনা অন্য কোথাও সিট পাওয়া না গেলে শেষ পর্য্যন্ত বাধ্য হয়েই সেখানে যেতে হবে। আনজোমনে Guest দের জন্য অনেকগুলি Room তৈরী হতেছে, এগুলি তৈরী হয়ে গেলে হয়ত এত কষ্ট পেতে হত না। এখানে সাধারণতঃ তিনদিন Guest থাকতে পারে; বেশী দিন থাকতে হলে আমীর সাহেবের অনুমতি নিতে হয়। করাচীর আনজোমন অত্যন্ত Active করাচীর যেখানেই আনজোমনের কথা বলেছি, সেখানেই দেখেছি লোকেরা আনজোমনের সম্বন্ধে কিছু না কিছু জানে। আনজোমন সম্বন্ধে এত জানার কারণ ইহার Public reading room এবং লাইব্রেরীটি, করাচীর সবচেয়ে বড় রাস্তা বন্দর রোডের উপর উহা অবস্থিত। নানা রকমের বই পত্র এবং পত্রিকাদি আছে বলে বিকাল হলে এখানে বহু লোক এসে ভীড় করে। করাচীর বাঙ্গালীরা এখানে এসে বাংলা বইও চাহে। লাইব্রেরীয়ান সাহেব কিছু বাংলা বই এবং আহমদী পত্রিকাটি পাঠাবার জন্য আপনাকে লিখতে আমাকে অনুরোধ করেছেন। আপনি যদি আহমদী পত্রিকাটি এবং কিছু বাংলা বই পাঠিয়ে দেন তাহলে তারা দাম দিয়ে দিবে মনে হল। Public reading room থেকে কিছু দূরে Bander road এরই একটি লেনের উপর রিবাট ভাবে আহমদীয় হলটি তৈরী হতেছে, টাউনে কোন বিশিষ্ট লোক আসলে তাঁকে এখানে এনে পার্টি দেওয়া হয়। এতেও আমাদের যথেষ্ট Publicity হয়।

এখানকার খোদ্দামরাও যথেষ্ট Active, সব খোদ্দাম মিলে এখান থেকে 'আলমোসলে' নাম দিয়ে একটি সপ্তাহিক পত্রিকা বের করে। এ পত্রিকাটির অফিস-হলটির একটি কামরায় অবস্থিত। সম্পাদক সাহেব আহমদী পত্রিকাটির সঙ্গে তাঁর পত্রিকাটি Exchange করতে চেয়েছেন।

এখানে নামাজ একেবারে ঘড়ির কাটায় কাটায় পড়া হয়; নামাজের জন্য যে সময় নির্দিষ্ট আছে, তার এক মিনিট ও এদিক সেদিক হবার উপায় নাই। নামাজের সময় ঠিক থাকাতে বহু দূরের লোকও জমাতে এসে সামিল হতে পারে। ঢাকা আনজোমনে ও কড়াকড়ি ভাবে নিয়মানুবর্তীতা পালন করলে নামাজীর সংখ্যা বেড়ে যেতে পারে। এখানে প্রত্যহই কোরানের দরস হয় কিন্তু ৫ মিনিটে থেকে ১০ মিনিটের বেশী স্থায়ী হয় না। অল্পক্ষণ স্থায়ী হওয়ার দরুন সকলেই মনোযোগ দিয়ে শুনে দেখতে পেলাম ঢাকার মত পিছন দিয়ে গিয়ে কেউ শুয়ে পড়ে না। ঢাকার দরস যদি ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্থায়ী না করে, কয়েক মিনিটে এনে সীমাবদ্ধ করাযেত তাহলে ইহাও লোকে মনোযোগ দিয়ে শুনত। এখান কার Hall টির Incharge যে লোকটি আছে সে দেখলাম বেশ Active রোজ দুবার করে সে Hall টি মুছে। তারপর যে সব Party হয় সে সবেরও বন্দোবস্ত করে দেয় এবং মেহমানদের ও খবরদারি করে। আনজোমনে পানি রাখার কোন বন্দোবস্ত এখন পর্য্যন্ত না হওয়াতে অজু করা এবং খাওয়ার জন্য ড্রাম এবং কলসী ভর্তি করাও ওর Dutyর ভিতরে। ওর সব চেয়ে বড় কাজ সেটা প্রথমেই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে সেটা হল, ঠিক ঠিক সময়ে আজান দিয়ে নামাজের বন্দোবস্ত করা, ঢাকা আনজোমনের কাউকে এত নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করতে দেখিনি। এখানে লোক ঢাকা আনজোমনের চেয়ে কম দেখিতেছি; কিন্তু এখানকার কাজ যত Smoothly হয়ে যেতেছে ঢাকা আনজোমানের কাজ তত Smoothly কখনই আশা করা যায় না, এ আনজোমনের কার্য্য কলাপ থেকে ঢাকা আনজোমনের অনেক কিছু শিখবার আছে। এখানকার রাস্তা ঘাটগুলি পূর্ব-পশ্চিমে কিংবা উত্তর দক্ষিণে না হয়ে খানিকটা কোনাকোনিতে অবস্থিত। এতে বাড়ী ঘর গুলিও কোনাকোনিতে অবস্থিত। আমরা আমাদের Hall টার কোনাকোনিতে দাড়িয়ে নামাজ পড়ে থাকি। এতে আমার কাছে বড় বিসদৃশ ঠেকে।

আমি বেশ ভালই আছি, আপনারা কেমন আছেন জানাবেন।

ইতি—
স্নেহের
ছিদ্দিক।

Printed at the Muslim Printing Works. and Published by Mvi. Abdul Jabbar Bhuiya
from 4 Bakshi Bazar Road,, Dacca, Editor, G. S. Khadim, B. L.